

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২২০৪

পর্ব-৮: কুরআনের মর্যাদা (كتاب فضائل القرأن)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - (কুরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াতের আদব)

আরবী

وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مليكَة عَنْ يَعْلَى بْنِ مُمَلَّكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ

বাংলা

২২০৪-[১৮] লায়স ইবনু সা'দ (রহঃ) ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ (রহঃ) হতে, তিনি ইয়া'লা ইবনু মুমাল্লাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়া'লা একদিন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-কে শুনাতে দেখা গেল, রসূলের কুরআন পাঠ অক্ষর অক্ষর পৃথক করে প্রকাশ করছেন। (তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী)[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ: তিরমিয়ী ২৯২৩, আবূ দাউদ ১৪৬৬, নাসায়ী ১০২২, ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৫৮, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৪৬, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১১৬৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৪৭১৩। কারণ এর সানাদে ইয়া'লা ইবনু মুমাল্লাক মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরাআত ছিল স্পষ্ট ও সুমধুর। তার কিরাআতে একটির সাথে আরেকটির সংমিশ্রণ হত না। তিনি এমনভাবে আলাদা আলাদা করে পড়তেন যে, তাঁর কিরাআতের হরফগুলো গণনা করা যেত।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করে কুরআন পড়া মাকর মর্মে 'আলিমদের ঐকমত্য হয়েছে। তারা বলেন, বিনা তারতীলে দুই জুয বা পারা কুরআন পড়ার চাইতে ঐ সময়ে তারতীলসহ স্পষ্টভাবে একপারা পড়া বেশি উত্তম। আর কুরআন অনুধাবন করার জন্য তারতীলসহ কুরআন পড়া মুস্তাহাব। কারণ এটা কুরআনের



মাহাত্ম্য বর্ণনা ও সম্মানের নিকটতম পস্থা এবং অন্তরে বেশি ক্রিয়াশীল। এজন্য অনারবী ব্যক্তির জন্য স্পষ্টভাবে তারতীলসহ কুরআন পড়া মুস্তাহাব। আল জাযরী (রহঃ) তাঁর النشر 'আন্ নাশর' গ্রন্থে বলেন, তারতীলসহ কুরআন পড়া মর্যাদার দিক থেকে অধিকতর সম্মানিত। আর সাওয়াব বেশি হয় সংখ্যায় বেশি তিলাওয়াত করলে। কারণ একটি হরফে দশটি নেকি হয়।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন